Government General Degree College at Ranibandh

VPO. - Rautara, Bankura, W.B., India

Govt. General Degree College * Ranibandh *

Continuous Internal Evaluation (CIE) by the institution

Govt. General Degree College * Ranibandh *

Assignments

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, RANIBANDH

9/10

Department of Sanskrit

ASSIGNMENT FOR INTERNAL ASSESSMENT

Name: - Ranjan Sing Sardar.

UID No.: - 20231109010

Paper Name: - Epigraphy, Indian Incript & Chronology

Paper Code: - AHSNS 502C-12 Semester: - 5th

Year: - 3rd Hons./ Prog.: - Sanskrit (Hons.)

Session: - **July to December, 2022**

Date of Submission: - 14.10.2022

Details of Assignment:

1. प्राचीनभारतीयलेखनकलाविषये आलोच्यताम् ।
2.

Ranjan Sing Sardar.
Student's Signature

14.10.22
Teacher's Signature

Govt. General Degree College Ramban

1// प्राचीनभारतीयलेखनकलाविषये आलोच्यताम्।

=> प्राचीन भारतीय परम्परायां श्रुति परम्परा एव भारतीय इतिहासस्य मूलाधारो भवति। परन्तु पाश्चात्य विदुषाम् मतेन भारतवर्षे प्राचीन कालात् एव लेखन कला आसीत्। शिलाखण्डस्य उपरि स्तम्भस्य उपरि ताडपत्रस्य उपरि लेखनकला आसीत्। प्राचीनता दृश्यते यद्यपि ई.वीय ४०० शतकात् पूर्वम् लेखनकला विषये किमपि प्रमानम् न मिलति तथापि एतस्य उद्भवविषये धर्मशास्त्राणाम् स्मृतिशास्त्राणाम् प्रमाणम् एव मूलाधारो भवति यथा नारदस्मृतौ —

"नाकरिष्यत् यदि ब्रह्मा लिखितं चक्षुरुत्तमम्।
ततेयमस्य लोकस्य नाभविष्यत् शुभागतिः॥" इति

बृहस्पतेः मते —

"षाण्मासिकेऽपि समये भ्रान्तिः सञ्जायते यतः।
धात्राक्षराणि सृष्टानि पत्रारूढाण्यतः पुरा॥" इति

८४० ई.वीय अब्दे काचन ब्रह्मदेवस्य मूर्तिः प्राप्यते। तत्र हस्ते ताडपत्रस्य निदर्शनम् प्राप्यते अपि च मथुरायाम् प्रासः काचित् सरस्वती देव्याः मूर्तिः दृश्यते तत्रापि हस्ते पुस्तकस्य निदर्शनम् मिलित, एतेन ज्ञायते तदानीन्तनकाले लेखनकलायाः प्रचारः आसीत्।

साहित्यिक प्रमाणम् — बौद्ध साहित्यिक ग्रन्थे लिपि कला विनयपिटके काचित क्रीडा विषये निषेधः प्राप्यते सा लिखित रूपेन आसीत। जैन साहित्ये अपि ब्राह्मीलिप्याम् खरोष्ठी लिप्याम् च दृश्यते नमस्काररूप वाक्यानाम्

General Degree College

— माव्यहारो दृश्यते। कौटिल्य अर्थशास्त्रे अपि च धर्मशास्त्र रामायण - महाभारतादि ग्रन्थे लेखनकलायाः निदर्शनम् प्राप्यते।

वैदेशिक परम्परायाम् चिनदेशीय विद्वान् हिउयेन साङ् (६३० ई.वी - ६५७ ई.वी.) महोदयस्य भारतविवरणम्' इति ग्रन्थे अपि कतिचन- भारतीय - वर्णमालायाः प्रमाणम् मिलति अपि च वेदे अपि लेखनकलायाः प्राचीनता विषये प्रमाणम् प्राप्यते।

लेखन सामग्रि - लेखनकलायाः उत्कीर्णायाः लेखन सामग्रेः अवश्यकता भवति अपि च तेषाम् रक्षनाय संग्रहालयस्य अपि आवश्यकता अस्ति। अतः एतस्मिन् विषये अपि भारतवर्षे प्राचीनकालात् एव निदर्शनम् प्राप्यते।

ताडपत्रम् - भारतवर्षस्य समुद्रोष्ठ प्रदेशे ताडवृक्षस्य आधिक्यात् अस्मिन् प्रदेशे ताडपत्रस्य उपरि लेखाः उत्कीर्णा भवति स्म। बौद्धग्रन्थानाम् अपि च धर्मशास्त्र पुरानादिनाम् लेखाः प्राप्यन्ते स्म।

भुर्जपत्रम् - भुर्जपत्रम् भवति कश्चन् वृक्षस्य उपरितन अंशः। येषाम् वृक्षानाम् काण्डम् पेलवम् भवति, ततः एव भुर्जपत्राणाम् निर्माणम् भवति स्म। वस्तुतः शैत्यप्रदेशे अस्य वृक्षस्य प्रमाणम् मिलति।

कागदम् - २०५ ई. वी. अब्दे सर्वप्रथमम् कागदस्य परिस्कारः आसीत्। शब्दकोशे 'काकरी' इति शब्दः कागदम् इति व्यवहारो दृश्यते। ३२७ ई.वी. अब्दे भारत आक्रमण कालो सिकन्दर महोदयेन सह आगतः आ. क्र. भुनाजी लेखकः नियोकरासमहोदयेन लिखितम् यत् भारतवर्षे कागदस्य निर्माणम् भवति स्म। परन्तु जनाबगोः आन्तर्बृहवाय न आसीत् इति होती कागदम्। स्वरचितग्रन्थेन नैव तिष्ठति स्म।

Degree College

वस्त्रम् - प्राचीनकाले वस्त्रस्य उपरि अपि लेखनम् भवति स्म। राजसन्देश युद्धविवरणम् आमन्त्रणपत्रम् अपि च सैनिकादिनाम् उपदेशः वस्त्रखण्डस्य उपरि विलिख्य प्रेष्यते स्म। एतेषाम् प्रयोगः आधुनिककाले अपि दृश्यते, रेशमवस्त्रस्य अपि स्वर्णसज्जित वस्त्रस्य उपरि अपि लेखनम् भवति स्म। वस्तुतः स्मृतिलेखानाम् लेखाः अत्र लिख्यते स्म। एवमेव पाशानखण्डानाम् उपरि मृत्तिकानाम् उपरि धातुनाम् उपरि, अपि च धातवानाम् उपरि अपि लेखाः उत्कीर्णाः भवति स्म।

संग्रहालयः - प्रमाणम् प्राप्यते यत् सिन्धुसभ्यतायाम् २५००-२८०० ई. अब्दे भारतवर्षे संग्रहालयस्य तथा पुस्तकालयस्य अस्तित्वम् प्राप्यते। तत्र प्रमान भवति यथा —

(I) तक्षशीला, नालन्दा, काशी अध्ययनकेन्द्रस्य पुस्तकालयः
(II) राज्जः, असः प्रदेशे विद्यमान पुस्तकालयः भारतीय मन्दिरे पुस्तकालयः।

एते भवन्ति पुस्तकादिनाम् संग्रहालयः अपि च शिलालेखानाम् संग्रहालयाः भवन्ति यथा "भारतीय संग्रहालयः, कलकाता अपि च अद्यतनकाले प्रत्येक कस्मिन् राष्ट्रे राष्ट्रीय संग्रहालयाः प्राप्यते।

— 0 —

Government of West Bengal

Ranibandh Government General Degree College

Name:- SUSMITA RUHIDAS

Roll No:- 203332

Subject:- Education Hons.

Date of Exam:-

INTERNAL

Exam......

Examined

Govt. General Degree College

* NCF: National Curriculum Framework 2005 (জাতীয় পাঠ্যক্রমের কাঠামো)

National Council of Educational Research and Training দ্বারা 2005 সালে প্রকাশিত পাঠ্যক্রম কাঠামো প্রকাশিত হয়। এটি সংক্ষেপে NCF 2005 নামে পরিচিত। এটি এদের পূর্বে 1975-1988 এবং 2000 সালে তিনটি পাঠ্যক্রম কাঠামো প্রকাশিত হয়েছে। 2005 সালে এর উপদেষ্টারা পাঠ্যক্রমকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ও পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত ভাবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়াও শ্রেণী কক্ষের বিভিন্ন কার্যাবলীকে আরো আগ্রহ সরল নমনীয় করে তোলাতে দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে তোলার উপর জোর দিয়েছেন।

জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামোর দৃষ্টিভঙ্গি:- NCF - 2005 ভারতবর্ষের শিক্ষায় বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রম রচনা পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতি এবং শিক্ষা চর্চার জন্য একটি Guideline বা রূপরেখা হিসাবে কাজ করে। শিক্ষা বিষয়ে পূর্ববর্তী সরকার প্রতিবেদন জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 পরবর্তীতে জাতীয় শিক্ষানীতি 1992 এবং কমিটির সদস্যদের দলগত আলোচনার উপর ভিত্তি করে NCF 2005 এর নীতিমালা তৈরি হয়েছে।

যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ ও পদ্ধতি নির্বাচন প্রয়োজন সেগুলি যাতে যথাযথ ভাবে কার্যকর হয় সেদিকটিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে যে যে দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার সেগুলি প্রায় সবই NCF 2005 এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন —

i) বিদ্যালয়ের জীবনের বাইরেও একটা জীবন আছে, সেই বাহ্যিক জীবনের সাথে শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপন করা।

ii) শিক্ষার্থীকে মুখস্থ বিদ্যার বাইরে আনা বা বাইরে রাখা।

iii) পাঠ্যক্রমকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করতে হবে যাতে শিশুর সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়ে ওঠে।

iv) পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরো নমনীয় করা এবং শ্রেণী কক্ষের জীবনের সাথে যুক্ত রাখা।

Govt. General Degree College * Raghunathpur

(v) যেকোন মনোবৃত্তির বা বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে পালন করাও হবে যাতে শিক্ষক আপন মর্যাদা বজায় থাকে।

NCF গঠনের উদ্দেশ্য:- 1986 সালে জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিভিন্ন স্তরে অনুযায়ী আচার্য ও রামমূর্তি ভিত্তিক পাঠক্রমের রূপায়ণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ তো ঘটলই না বরং প্রধান এক পরীক্ষা কেন্দ্রিক পাঠক্রম চালু হল যা ঘুরে ফিরে পুরোনো ব্যবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকল। তাদের আশঙ্কা পাঠ্যপুস্তকেই মূল শিক্ষকের শিক্ষার নিয়ন্ত্রক। পরবর্তী কালে পাঠক্রমের রূপরেখা 2000 তে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হলেও শিক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষাকেন্দ্রিক জটিলতা যেমন ছিল তেমনি থেকে গেল।

বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে তাই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘকালীন পর্যালোচনা করা হয় এবং তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক গুলি তুলে ধরা এবং সাথে বিদ্যালয় শিক্ষার ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আর শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সামাজিক মূল্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি দিক বিশ্লেষণ করা হয়। যথা —

(i) শিক্ষকের সামাজিক পারস্পরিক অবস্থা।
(ii) বহুস্তর ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রকৃতি।
(iii) মানব কল্যাণে শিক্ষার ভূমিকা।
(iv) মানবিকতা বোধ জাগিয়ে তোলার শিক্ষা।

অর্থাৎ সারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমতা রক্ষা করা NCF-2005 এর প্রধান উদ্দেশ্য নয়। NPE (1986) এবং POA (1992) এর সুপারিশ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি র উপর গুরুত্ব দেওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরলীকরণ ও নমনীয়করণ শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা সুতরাং সামগ্রিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য।

NCF-2005 এর মূল বা মুখ্য বিষয়:- NCF-2005 এর বিবরণীতে যে বিষয়গুলিকে মুখ্য বা মৌলিক বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে, সেগুলি হল —

Govt. General Degree College

(i) শিক্ষণ একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা এই জাতি ক্লাসকে আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য পাঠ্যপুস্তকের সহায়িকা তালিকা মুখস্থ বাদ দেওয়ার সাথে সাথে শিশুদের মাথা থেকে চাপ দূর করার ভিত্তি হিসাবে শিক্ষা দিতে হবে। এ কারণে এই Report এ 'Learning without Burden' বা চাপ মুক্ত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তাই কারণেই NCF-2005 পাঠ্যপুস্তকের নকশায় বড়সড়ো পরিবর্তন আনার সুপারিশ করেছেন।

(ii) ব্যক্তি মূল্যবোধের ভিত্তিতে আত্মনির্ভরতা এবং মর্যাদাবোধ গড়ে তোলা শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা সমাজে আত্মসংযম এবং একতার মনোভাব তৈরি করতে সাহায্য করে।

(iii) জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখার দ্বারা একটি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির বিকাশ ঘটাতে এবং 14 বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তি ও সর্বজনীন সংরক্ষণের প্রচার করতে সক্ষম হন।

(iv) শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতন্ত্র এবং ঐক্যের অনুভূতি জাগ্রত করার মাধ্যমে এই পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার দ্বারা আমাদের জাতীয় পরিচয় আরও শক্তিশালী হবে এবং নতুন প্রজন্মে পুনঃগঠিত হবে।

(v) জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো, শিক্ষার সমতা, গুণমান এবং পরিমাণকে ভারতীয় শিক্ষার ত্রিভুজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(vi) সামাজিক প্রেক্ষাপটে NCF-2005 এটা সুনিশ্চিত করেছেন যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি সুসংগঠিত পাঠ্যক্রম প্রদান করা হয়েছে।

* জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখার সুবিধা ও অসুবিধা গুলি আলোচনা কর। (NCF-2005)।

=> NCF-2005 এর গুনাবলি গুলি হল —

(i) NCF-2005 প্রস্তাবিত সুপারিশ এবং পদ্ধতিগুলি সম্পন্ন বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জন্য কার্যকরী। আবার এর কার্যকরী সুপারিশ বিশেষভাবে প্রাচীন শিক্ষা গুলিকে লক্ষ্য রেখে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বোপরি উন্নতিতে গুরুত্ব দিয়েছেন।

Govt. General Degree College * Ranibandh *

(ii) দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে শিক্ষার্থী পাঠক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নীতিটিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

(iii) কার্যকরী শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ তৈরি করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের নীতিটিকে প্রাধান্য দিয়েছে।

(iv) জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা (NCF) 2005 প্রতিষ্ঠানও সমস্ত দেশব্যাপী এক বিষয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব দেয়নি এবং প্রতিটি বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ের উপর বিশেষ ভাবে নজর দিয়েছে।

(v) শিক্ষার্থীরা যাতে শেখার অনুভব লাভ করতে পারে এবং সংস্কৃতিগত জ্ঞান অর্জন করতে পারে সেই বিষয়ে সুপারিশ করেছে।

(vi) এটি অনুভূতিমূলক শিক্ষা তত্ত্বকে জোর করে যা সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্য কমাতে সাহায্য করবে।

(vii) এই পাঠক্রম রূপরেখার জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

NCF-2005 এর ত্রুটি বা অসুবিধা:- NCF 2005 এর ত্রুটি বা অসুবিধা গুলি হল —

(i) এই পাঠক্রম রূপরেখায় সমন্বয় নীতিটিকে সম্পূর্ণভাবে ঘোষণা করা হয়নি, ফলস্বরূপ এটি অসম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

(ii) সকল বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বজনীন শিক্ষার এবং সফল বিষয় সংযোগ শিক্ষায় যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাতেও কার্যকরী করা খুব কষ্টকর।

(iii) উল্লিখিত প্রস্তুতকৃত পাঠক্রম রূপরেখা কী উপায়ে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয়েছিল তা উল্লেখ না থাকায় সমস্ত পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগ সম্ভব নয়।

(iv) এই পাঠক্রম রূপরেখা সংস্কৃতি, পরিবেশ, জ্ঞান গুলি অধ্যায়নের প্রক্রিয়া

পাশাপাশি ব্যাপক মূল্যায়নের দিকে পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে বছর শেষের শিক্ষকদের এই মূল্যায়নের ভার বোঝানো এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়নের উপযোগী করে তোলা অনেক প্রয়াস ও করা হয়েছে।

(v) এই প্রতিবেদনে সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রতিকারের দিকগুলি আলোচিত হয়নি। এই ধরনের পরিবেশ কীভাবে শিক্ষার মান সুনিশ্চিত করা যাবে তার উল্লেখ করা হয়নি।

* জাতীয় পাঠক্রমের সুপারিশ সমূহ:— 2005 এর জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখাটি অবশ্যই শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এর পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত ভাবে গড়ে তোলা একটি অন্যতম প্রয়াস। এই রূপরেখাতে বিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে অধিক নমনীয় এবং দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে গড়ে তোলার জন্য প্রধান প্রধান যে সমস্ত সুপারিশগুলি করেছিলেন তা হল —

(i) বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলীকে শিক্ষকের পরিকল্পনা, সমাধান এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে উপযুক্ত শিখন পরিবেশ তৈরির উপর গুরুত্ব দিবে।

(ii) বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের সাথে জ্ঞানকে সংযুক্ত করা অর্থাৎ জ্ঞান এমনভাবে সরবরাহ করা উচিত যাতে শিশুরা পুস্তক জ্ঞান এবং প্রকৃত যোগ্যতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

(iii) মুখস্থ ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি থেকে শিক্ষার পরিবর্তন সুনিশ্চিত করা এবং পাঠক্রমকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করা যাতে তা শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পাঠ্যপুস্তকের সীমানার বাইরে অতিক্রম করে।

(iv) এই পাঠক্রম রূপরেখায় প্রাথমিক শিক্ষকদের সংখ্যার সাথে শিক্ষার্থীর অনুপাত 30:1 এর বেশি হওয়া উচিত নয় বলে নির্দেশিত হয়, তাছাড়া স্কুল শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত 1:3 করার সুপারিশ করা হয়।

Govt. General Degree College, Ranibandh

NCF-2005 কোঠারি কমিশনের সুপারিশের আলো ঐকমত্য পোষণ করে পরামর্শ দিয়েছেন - শ্রেণি কক্ষের বড় আকার পঠন পাঠনের মান সামগ্রিক ক্ষতি সাধন করে। বড় আকারের শ্রেণি কক্ষ শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিভ্রান্ত করতে পারে।

[illegible] 17/4/23.

GOVRNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE AT RANIBANDH

Govt. General Degree College * Ranibandh *

Name :=> Ujjal mallick

UID :=> 2023110 4022

Roll NO :=> 205520

Subject :=> History of USA

Sem :=> VI

Govt. General Degree College Ranibandh

লওয়েল পরিকল্পনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নতুন উদ্ভাবনী পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটেছিল যা মহিলাদের এক ছাদের নীচের স্বল্প প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অল্প সময়ে অধিক বস্ত্রশিল্প উৎপাদন করে ব্যাপক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করেছিল। এই ভাবে নারী শক্তিকে শিল্প কারখানায় ব্যবহার করার যে অভিনব প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল তাকেই সাধারণভাবে "লওয়েল পরিকল্পনা" বা "Lowell system" বলা হয়। এই ব্যবস্থার স্রষ্টা ছিলেন Francis cabot Lowell (April 7, 1775 - Aug 10, 1817)। তিনি ছিলেন আমেরিকার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী, যার জন্য ম্যাসাচুসেটসে তাঁর নামে লওয়েল শহরটি গড়ে উঠেছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পবিপ্লবের ইতিহাসে তাঁর অনবদ্য অবদান মহিলা সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

লওয়েল পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল একই ছাদের নীচে শিল্প শ্রমিকদের পরিবর্তে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের নিয়োগ বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। মূলত শিল্প বিপ্লবের সময়কালে লওয়েল টেক্সটাইল কারখানা গড়ে উঠেছিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লওয়েল বস্ত্র কারখানার পরিধি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি এর কর্মচারীর সদস্য সংখ্যাও ব্যাপক পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

লওয়েল ব্যবস্থার নব উদ্ভাবনা :-> ঐতিহাসিক Chaim M. Rosenberg, Life and times of Francis cabot Lowell গ্রন্থে বলেছেন যে, লওয়েল চেয়েছিলেন এমন একটি শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়া যেখানে অতিরিক্ত কার্যকারিতা, উপকারিতা, নৈতিকতা, শিক্ষার ভিত্তিতে কাজ এবং নারীদের কর্মসংস্থানের

সুযোগ থাকবে। তিনি বিশ্বাস করতেন 'success comes to those who work hard and failure is a personal weakness'; তিনি আমেরিকাতে যে Textile কারখানা বা বস্ত্র কারখানায় সৃষ্টি করেছিলেন তা গ্রেট ব্রিটেন এর তুলনায় নানা দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের ছিল। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কোনো বস্ত্র বয়ন শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। বরং আমেরিকাকে গ্রেট ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সুতিবস্ত্র আমদানি করতে হত। তাই তিনি স্থির করেছিলেন আমেরিকার বোস্টন বন্দরের নিকট একটি নতুন বস্ত্র কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন যা কেবল মাত্র নতুন কর্মসংস্থানেই বৃদ্ধি করত তা নয়, বরং চরকায় সুতোকাটা শ্রমিক এবং তাঁতিরা নিজ অঞ্চলে একই স্থানে কর্ম করার সুবিধা ভোগ করতে পারবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর দেশের জনগন ইংল্যান্ডের তুলনায় অনেক বেশি অভিজ্ঞ, নৈতিক, শিক্ষিত এবং কঠোর পরিশ্রমী তার দেশের জনগনের এই ~~গুণ~~ গুনাবলি সফলতা নিয়ে আসবে।

<u>লওয়েল ধারনার উদ্ভব</u> :⇒ 1811 খ্রিস্টাব্দে লওয়েল গ্রেট ব্রিটেন ভ্রমন কালে বস্ত্রবয়ন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করার ধারনা লাভ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনেই প্রথম শিল্পবিপ্লবের শুভ সূচনা হয়েছিল। কিন্তু F.C. Lowell ব্রিটেনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং গুনমানে উৎকৃষ্ট সুতিবস্ত্র কারখানা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা স্বপ্ন দেখেছিলেন। লওয়েল 1813 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এর পর তিনি এবং Mr. Patrick, T. Jackson একদিন বোস্টন বন্দরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন এবং তারা বলেছিলেন যে, সুতিবস্ত্র কারখানা স্থাপনে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পরে তারা Waltham বা Paper mill ক্রয় করেছিলেন।

General Degree College

এরসময় নেয়া 1814 খ্রিষ্টাব্দে সরকারি আইন অনুযায়ী ব্যবসায়ী উদ্যোগ শুরু করেছিল।

Waltham Mill আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটি কারখানা যেখানে কাঁচামাল থেকে সরাসরি বস্ত্র তৈরি হতো। একই ছাদের নীচের জলশক্তির সাহায্যে বস্ত্র তৈরি করার অভিনব পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল। শিল্প বিপ্লবের সময়কালে Powerloom এ কোনো একজন ব্যক্তির কায়িক পরিশ্রম দ্বারা বিশেষ করে পায়ের দ্বারা বস্ত্র উৎপাদিত হত। কিন্তু লওয়েল ব্যবস্থা অনুযায়ী Powerloom কে জলশক্তির দ্বারা পরিচালনা করা হত।

লওয়েল ব্যবস্থাপনা :⇒ লওয়েল সুতি বস্ত্র কারখানা স্থাপন করার ক্ষেত্রে একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা হল - এই কারখানায় কাজ করার জন্য উপযুক্ত শ্রমিকের অভাব। কারন এই সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছিল একটি কৃষিনির্ভর সমাজ, তাই আমেরিকানরা কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। Encyclopedia of the Industrial Revolution. গ্রন্থের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইউরোপিয়ান কলকারখানাগুলি মজুরি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল। অপরদিকে আমেরিকায় ইউরোপের দেশগুলির মতো জমির স্বল্পতা ও উর্বরতায় অভাব না থাকায় আমেরিকানরা আমেরিকার কলকারখানার অস্বাস্থ্য পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে রাজি ছিল না। তাই তারা কৃষিকাজে শ্রমদানের মাধ্যমে আর্থিক দিক থেকে নির্ভরশীল হতে চেয়েছিল। তাছাড়া পক্ষে আমেরিকানরা ইউরোপিয়ান কারখানা ব্যবস্থার মধ্যে দীর্ঘদিনের দুর্নীতি এবং অবমাননা প্রত্যক্ষ করেছিল। এ- ছাড়া তৎকালীন আমেরিকার জনসংখ্যা স্বল্প হওয়ায় বিদেশ থেকে ভাড়াটে শ্রমিক এনে কারখানা পরিচালিত করা ছিল একটি বড়ো সমস্যা।

General Degree Co... Ranibandh

লওয়েল বিভিন্ন বালিকা এবং যুবতী মহিলাদের আশেপাশের অঞ্চল থেকে ব্যবস্থা করে কারখানায় শ্রমিকের অভাব পূরণ করেন। এই যুবতী মহিলাদের সুতোকাটা এবং তন্তু বোনার অভিজ্ঞতা ছিল নিজ গৃহ থেকেই অর্জন করেছিল। যারা স্বল্প বেতনে পুরুষদের তুলনায় কারখানায় ভালো কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। লওয়েল 18-35 বছরের মধ্যে যুবতী মহিলাদের সংগ্রহ করে আমেরিকায় শ্রমিক সমস্যা সমাধানের পথ নির্ধারণ করেছিলেন।

এই সময় অনেক যুবতী মহিলারা কৃষি খামারের কাজ পরিত্যাগ করে ম্যাসাচুসেটসের লওয়েল শহরে কারখানায় কাজের ভিড় জমিয়েছিল। তাছাড়া তিনি কারখানা সংলগ্ন স্থানেই শ্রমিক আবাসন তৈরি করে তাদের পরিবারের সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। কলকারখানার মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা ও নৈতিক আইন চালু করে শ্রমিকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যেকের ধর্মীয় আচরণের অধিকার সকলকে সমভাবে দান করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে সকলেই শ্রমদানের পাশাপাশি শিক্ষা গ্রহণ করবে। প্রতি সপ্তাহে 80 ঘন্টা কাজ করাছিল বাধ্যতামূলক। তিনি বিশ্বাস করতে যে, তার এই পরিকল্পনা শ্রমিদের অসহায় অবস্থা দূর করবে। সেই সঙ্গে তিনি এটাও উল্লেখ করেছিলেন যে, ইউরোপীয় দেশের শ্রমিক অবস্থা দূর করবে। সেই সঙ্গে তিনি এটাও উল্লেখ করেছিলেন যে, ইউরোপীয় দেশের শ্রমিক অপেক্ষা তার দেশের শ্রমিক অনেক বেশি মর্যাদা নিয়ে কর্ম ও জীবন যাপন করতে পারবে।

লওয়েল ব্যবস্থা কেবলমাত্র একটি অদ্ভুত সমস্ত পরিকল্পনা নয় বরং, এই পরিকল্পনায় মাধ্যমে কলকারখানায় অমানবিক পরিবেশে থাকে তাকে লাঘব করার ক্ষেত্রে তার এই পরিকল্পনা কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি শ্রমিক দের বেতন, কিন্তু শ্রমিকদের দেশে যুবক শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধি এবং কামের পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগ প্রদান করেছিলেন। ফলে শ্রমিকদের নতুন চাকুরি গ্রহন করার ক্ষেত্রে একটি সুবর্ন সুযোগ আসে।

The story of Textile গ্রন্থে English শিল্পের ব্যবস্থাপনা এবং 'Rhode-Island system' এর অমানবিকতার নানা দিক পরিস্ফুট হয়েছে। অন্যদিকে ওয়েন ব্যবস্থাপনা ছিল অনেক মানবদরদি। এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রমিকদের পরিবার এবং তার শিশু সন্তানদেরও কলকারখানায় কার্য কর্মের মাধ্যমে তাদের কে আর্থিকভাবে ঐ কাজের উপর সম্পূর্ন নির্ভরশীল করে তোলা এবং যখন তারা কাজ হারাতেন তখন তাদের দুর্দশা ~~অবর্ননীয়~~ অবর্ননীয় হয়ে উঠত। Slaters এ ইংল্যান্ডের ব্যবস্থাপনার মতো বিভিন্ন পন্যের মাধ্যমে বেতন দেওয়ার রীতি চালু ছিল। অপরদিকে ওয়েন ব্যবস্থাপনায় সরাসরি নগদ অর্থে মজুরি দেওয়ার রীতি চালু ছিল। Waltham সুতিবস্ত্র কারখানায় প্রতি সপ্তাহে অথবা দু-সপ্তাহ অন্তর মজুরি প্রদান, আবাসন গৃহগুলির পরিচালনা করা, শ্রমিকদের শিশু-সন্তান দের দেখাশুনা করা এবং তাদের ছেলে-মেয়েদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করার পদ্ধতি চালু ছিল। শুধু তাই নয় ওয়েল মিলের অধীনস্থ বালিকাদের পড়াশুনার উৎসাহ প্রদান, পাঠ্য পুস্তকদান, প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা এবং যে কোনো বৌদ্ধিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের সুযোগ ~~সুবিধা~~ এবং তার নারায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছিল। শ্রমিক শিশুদের পড়াশুনার গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ, যে কোনো সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহ প্রদান এবং আবাসন গৃহগুলির পরিচালনকরা শ্রমিকদের শিশু সন্তানদের দেখাশুনা

করা এবং তাদের ছেলেমেয়েদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা ইত্যাদি।

অতিরিক্ত কলকারখানায় দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করার পর তারা দৈহিকভাবে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ত যে, তাদের পক্ষে বাড়ি ফিরে পড়াশুনা করা কোনোমতেই সম্ভব হত না। ওয়েন মিলের এক বালিকা লিখেছিলেন যে, '10-14 ঘন্টা কায়িক পরিশ্রম করার পর তাদের পক্ষে ইতিহাস, দর্শন অথবা বিজ্ঞান চর্চা করা ছিল অসম্ভব। আমি স্পষ্ট স্মরন করতে পারছি যে, আমি কীভাবে ঘুম থেকে উঠে স্কুলের শিক্ষকদের ভাষণ শুনতে পারব কি না তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হতো। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে কিছু ছাত্রছাত্রী ভাষণের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল।

ওয়েন পদ্ধতিতে শ্রমিকদের দিনের কাজের সময় ছিল 12 ঘন্টা। তবে এই কাজের সময় সীমা ঋতু অনুযায়ী বদলে যেত। যেমন মে-থেকে আগস্ট পর্যন্ত দিনের কাজ শুরু হত সকাল 5 টা থেকে, সেপ্টেম্বর-এপ্রিল পর্যন্ত কাজের সময়সীমা ঊষসী থেকে শুরু হত এবং নভেম্বর ফেব্রুয়ারি সকালের প্রাতরাশ দেওয়া হত 9 টায়। সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর 9:30 টায়। শ্রমিকদের মধ্যাহ্ন ভোজের সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল 12:30 মিনিট। সারা বছর ধরে একই রুটিন অনুসরন করা হত। মে-আগস্ট মাস পর্যন্ত শ্রমিকদের কারখানায় কাজ সমাপ্ত হত সন্ধ্যা 7 টায়। সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর, অক্টোবর মার্চ রাত্রি 7:30 মিনিট এবং এপ্রিলে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাজ চলত।

কর্মচারীরা নৈশভোজন সমাপ্ত করার পর শিক্ষকদের পাঠদান গ্রহন করতেন। তারপর দল নির্বাচন করে তাদের উৎসবের আনন্দদায়ন হয়। পরিশেষে চার্চে গিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা সমাপ্ত করে নিজ নিজ আবাসনে ফিরে যাওয়া ছিল নিত্যকর্ম।

ওয়েন পদ্ধতিতে সপ্তাহে ৬ দিন কর্ম করা ছিল বাধ্যতামূলক এবং রবিবার চার্চের পরিষেবায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখত 1830 খ্রিস্টাব্দে অতিরিক্ত সুতি বস্ত্র উৎপাদনের চাহিদা বহু বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে কর্মচারীদের সময়সীমা বৃদ্ধি এবং তারা কঠোর প্রশিক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফলে মিলের কাজকর্মের ব্যবস্থা ধারায় নিত্য নতুন পরিবর্তন ঘটে। যে কোন নীতিমূলক শিল্পায়নের কথা বলা হয়েছিল তার সম্পূর্ণ অবসান হয়। 1830-1840 দশকের মধ্যে প্রকৃত ওয়েন আদর্শের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রজন্মের কর্মচারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যচরম আকার ধারণ করেছিল। 1834 খ্রিস্টাব্দে শ্রমিকদের 25 শতাংশ মজুরি কেটে নেওয়া হলে মিলের মহিলা কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করে।

1850 দশকের মধ্যে ওয়েন ব্যবস্থা ধারার অবনমন ঘটে এবং পরিযায়ী শিশু শ্রমিকদের দ্বারা কারখানার কাজ শুরু হলে ইউরোপিয় শিল্প ধারণার শোষণ বৃদ্ধি পায়। প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্রুত অগ্রগতির ফলে শ্রমিকদের চাহিদা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল। এর বিভিন্ন কারণ সেত উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডের ধরনের ফ্যাক্টরিগুলোর কাজের পরিবেশের সঙ্গে ওয়েন ফ্যাক্টরি মিলের নীতিগত ও আদর্শগত কোনো পার্থক্য রইল না।

—— O ——

06/10

20.08.23

Class Tests

Lose Sheet No. ....

05 / 10

Signature of Invigilator

Government of West Bengal

RANIBANDH GOVERNMENT COLLEGE

Internal ~~Test~~ Examination 20 22

Name Satya narayan mahata Roll No. 224001

Subject History (C-2) (Hons. / General)

Date of Exam 01 / 12 / 22

১। ক) পলিস বলতে কী বোঝায়?

পলিস বলতে প্রাচীন গ্রীসের স্বাধীন নগর রাষ্ট্রকে

→ সাধারণ ভাবে প্রাচীন গ্রীসের পলিসের ছিল শহর ও তৎসংলগ্ন

পলিস বলা হয়, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ভূখণ্ড ও অল্প লোক সংখ্যা বিশিষ্ট

সম্পূর্ণ একটি ... ছিল স্বাধীন সার্বভৌম ও প্রায় স্বয়ং

রাষ্ট্র। পলিস গুলি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিজস্ব

গড়ে রাজনৈতিক, ... গ্রাম ও ... সমাজ ... পলিস গড়ে উঠেছিল।

সুলিতে প্রায় ১৫০০ পলিস ... প্রাচীন গ্রিসের চারটি পলিসের উল্লেখ (নাম) নাম

খ) ⇒ প্রাচীন গ্রিসের চারটি

হলো – করিন্থ, থেবস, মেগারা,

1½+

গ) অ্যাক্রোপলিস পলিস এর উদাহরণ হলো না, বলা হতো অ্যাক্রো

① অ্যাক্রোপলিস ছিল সামরিক দুর্গ, যে দিক থেকে সুরক্ষিত

পলিস সাধারণত পাহাড়ের উপর সামরিক ... প্রাচীন দিনে বেলা

স্থানে এই দুর্গ হয়ে উঠে। পাহাড়ের ... হয়ে উঠত।

পলিস কেন্দ্র ... নগর ...

0+

OPPO F15 · ©Sain

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE AT RANIBANDH
INTERNAL ASSESSMENT-2022
HISTORY (HONOURS)
SEMESTER- I
CORE- 2

FULL MARKS – 10 TIME – 30 MINUTES

১। যে কোন ৫ টি প্রশ্নের উত্তর দাও:- ২x৫ = ১০

ক) পলিস বলতে কী বোঝায়?

খ) 'স্পার্টা' ও 'এথেন্স' ব্যতীত প্রাচীন গ্রিসের চারটি পলিসের নাম উল্লেখ করো।

গ) 'অ্যাক্রোপলিস'-কে 'পলিস' না বলার দুটি কারণ লেখো।

ঘ) প্রাচীন গ্রীসে পলিস গড়ে ওঠার প্রধান দুটি কারণ উল্লেখ করো।

ঙ) পলিসের চারটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

চ) প্রাচীন গ্রীসে পলিসের পতনের প্রধান চারটি কারণ উল্লেখ করো।

ছ) পলিসের সমাজকে 'মুখোমুখি সমাজ' বলা হতো কেন?

Govt. General Degree College * Ranibandh *

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE AT RANIBANDH

6th Semester 3rd Year (Prog) Internal Assessment 2023

(Session: January-June 2023)

Subject- Philosophy: Geeta (2nd & 3rd Chap.) 2. Kavya: Swapnavasavadattam

(APSNS-601DSE-1B)

যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও - ১০

1. A) যৌগন্ধরায়ণ কেন তাঁর ভগিনী পরিচয়ে বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর কাছে কিছুদিনের জন্য গচ্ছিত রাখতে চেয়েছেন।

   B) বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরঃ অপরাণি।
   তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।: ব্যাখ্যা করো।

2. A) স্বপ্নবাসবদত্তার প্রথম অঙ্কে আশ্রমজীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

   B) কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
   ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।। ব্যাখ্যা করো।

OPPO F15 · ©San

Lose Sheet No. ....

8/10

24.04.2023
Signature of Invigilator

Government of West Bengal

RANIBANDH GOVERNMENT COLLEGE

6th Semester (Prog) Internal Test Examination 2023

Name: Sujoy Kisku Roll No. 201115

Subject: Sanskrit (Hons. / General)

Date of Exam: 24 / 04 / 2023

1.
A) বৎসরাজ উদয়ন প্রবল প্রতিপক্ষ আরুণি কর্তৃক পরাজিত হয়ে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে যখন লাবানক গ্রামে পত্নী বাসবদত্তার সঙ্গে বাস করছিলেন তখন কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ শক্তিশালী মগধ রাজের সহায়তা লাভের দ্বারা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা করেন। বিভিন্ন দৈবজ্ঞগণের নিকট থেকে তিনি জেনেছিলেন যে মগধের রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ হবে কিন্তু এ বিষয়ে প্রধান বাধা বাসবদত্তা। উদয়ন তাঁর প্রতি এতই অনুরক্ত যে তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহে সম্মত স্বপ্নেরও অতীত। আবার প্রথমা স্ত্রী বর্তমানে মগধরাজ দর্শক ও তাঁর ভগিনীর সঙ্গে বৎসরাজ উদয়নের বিবাহ সম্মত হবেন না। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করে এবং অন্যান্য অমাত্য-গণের সঙ্গে পরামর্শ করে বাসবদত্তাকে তার স্বামীর মঙ্গলের জন্য কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে কাটাতে রাজি করলেন। তার পর অতিসন্তর্পণে একদিন রাজার অনুপস্থিতিতে লাবানক গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিদাহ ঘটালেন। সেই অগ্নিকাণ্ডে বাসবদত্তা দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন এবং তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছেন — এইরূপ ঘোষণা করিয়ে তারা উভয়ে ছদ্মবেশে লাবানক থেকে পলায়ন করেন। যৌগন্ধরায়ণ পরিব্রাজকের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন এবং বাসবদত্তা একজন আবন্তিকা রমণীর বেশ ধারণ করে যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে বৎসরাজ্য থেকে নির্গত হয়ে মগধের সীমান্তবর্তী তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

4

Name (Block Letter): Ishrat Khatun
UID No: 222311090016

10/10

03/05/23

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE AT RANIBANDH

2nd Semester 1st Year (Hons & Programme) Internal Assessment 2023

Subject- MIL Sanskrit (ACSHP204AECC-2)

F.M- 10 TIME- 30 Minutes

<u>एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं चिनुत।</u> १x१० = १०

1. अयं भागः हितोपदेशे नास्ति -
   a) मित्रलाभः b) सुहृद्भेदः c) लब्धप्रणाशम् d) सन्धिः
2. अस्ति भागीरथीतीरे------इति नामधेयं नगरम्।
   a) मगधः b) पाटालिपुत्रः c) उज्जयिनी d) काञ्ची
3. अनभ्यासे विषं विद्या भोजनं विषम् -
   a) अजीर्णे b) नष्टे c) शापे d) स्पर्शे
4. कार्याणि कथं सिद्ध्यन्ति -
   a) आलस्येन b) उद्यमेन c) कृपया d) छलेन
5. निर्गन्धाः किंशुकाः इव न शोभन्ते----
   a) वृत्तहीनाः b) वस्त्रहीनाः c) विद्याहीनाः d) पुच्छहीनाः
6. पापस्य कारणम् -
   a) लोभः b) क्रोधः c) कामः d) भयम्
7. मूषकराजस्य नाम आसीत् -
   a) चित्रग्रीवः b) दण्डनायकः c) हिरण्यकः d) पशुपतिः
8. मूषकराजः निवसति स्म -
   a) गण्डकन्द्याः तीरे चित्रवने b) गङ्गानन्द्याः तीरे पलाशवने
   c) गोदावरीनद्याः तीरे उपवने d) कुत्रापि न
9. दुर्जनः परिहर्तव्यः <u>विद्यया</u> अलङ्कृतः अपि सन्।
   अत्र रेखाङ्कित्-पदस्य कारकनिर्णयः कः।
   a) करणे तृतीया b) हेतौ तृतीया
   c) येनाङ्गविकारे तृतीया d) उपलक्षणे तृतीया
10. धनं रक्षेद् -
   a) सुखार्थम् b) सेवनार्थम् c) आपदर्थम् d) भ्रमणार्थम्

রানিবাঁধ সরকারি মহাবিদ্যালয়

Name - Jhilik Auli
UID NO - 2023110101019
Course. Code - AH BNG - 401 - C-3
Date - 21 | 04 | 2022

Course title - বাংলা লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি

8/10

২। ভাটিয়ালি গান কোন অঞ্চলের? নামকরণের তাৎপর্য আলোচনা করো।

→ ভাটিয়ালি গানের উৎস আসলে মাঝি মাল্লাদের থেকে, যখন মাঝিরা নৌকা চালায় তখন এই গান গেয়ে থাকে, তারা যখন আবার তাদের প্রিয়জনের উদ্দেশ্যেও এই গান গেয়ে থাকে বাংলাদের নদীর জন্য গেয়ে থাকেন। এই গানের জন্য তাদের কোনো বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয়না, তারা তাদের মনের মধ্যে সুর বেঁধে এই গান গাইতে থাকে। ~~আর মধ্যেই ভাটি গান হলো~~ — যখন ভাঁটি আসে তখন মাঝিরা নৌকার হাল ছেড়ে নৌকা স্রোতে ভাটির দিকে ভাসতে থাকে, তার গান গাই - তার মধ্যে এটি হলো —

ওলোয়ের দরিয়ার মাঝে
বাইয়া যাও রে মাঝি
আমার ভাটি নাও

চাঁদ, সূর্য, আলো, বাতাস, নদী দেখে তার মনের যে কাল্পনিক জিনিস গড়ে ওঠে তার থেকে মাঝিরা এই গান গাইতে থাকে প্রাচীনকালে অনেকে অনেক সাহিত্যিক উল্লেখ করেছেন এই ভাটিয়ালি গানের সম্বন্ধে বলেছেন, অনেক কিছু কিছু জন এই ভাটিয়ালি নিয়ে গান লিখেছেন তাদের মধ্যে জসিমউদ্দিন ও আব্বাসউদ্দিন আহমেদ আধুনিক ভাটিয়ালি গায়ক হিসাবে পরিচিত।

রানিবাঁধ সরকারি মহাবিদ্যালয়

Name- Jhilik Auli   Course title- বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি

UID NO - 20231101019

Course Code - AHBNG-401-C-3

Date - 21/04/2022

৩। ভাদু গানের উৎপত্তি বিষয়ে যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রয়েছে তা সংক্ষেপে লিখ?

→ পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে যখন আদিবাসীদের উৎসব যেতে উঠে ছিল তখনই পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তের দিকে ভাদু গানের উৎসব বা ভাদু পূজার উৎসব শুরু হয়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এই অঞ্চলে। ঝাড়খণ্ডের রাঁচী ও হাজারিবাগ এই অঞ্চলে আসলে ভাদু গানের মূল অঞ্চল।

কথাকাহিনীতে পুরুলিয়ার কাশীপুরের রাজা নিলমণি সিংহের একমাত্র কন্যা ছিলেন ভদ্রেশ্বরী, এই কন্যার নাম থেকে সৃষ্টি হয় ভাদু উৎসব। এই কন্যার বিয়ে ঠিক হলে ছিল অন্যান্যের সাথে হঠাৎ গোলের এক কারণে বিয়ে ভেঙে যাওয়াতে এই কন্যা আত্মবিসর্জন দেন। রাজা তার কন্যার মোতে শোকাহত ছিলেন। তিনি এই সকল রাজ্যবাসীদের জানিয়ে দেন যে ভাদ্রমাসে তার মেয়ে মৃত্যু শোক পালন করা হবে, তাই এই পূজা চালু হয়, বাড়িতে বাড়িতে, অনেকে এরে ইন্দ্রের সামগ্রীর নাম উল্লেখে এই ভাদু পূজা আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ভাদ্রমাসে চাষের শেষ সেই সময় কুমারী মেয়েরা এর পুজোর যোগদান করে। ভাদু কে উ. সুন্দর করা হয় কারণ এর মধ্যে প্রজনন সামর্থ্য থাকে তাই এই উৎসবে জ অন্যান্যবৃত্তির সৃষ্টি হয়।

Projects

Govt. General Degree College * Ranibandh

GOVT GENERAL DEGREE COLLAGE AT RANIBANDH

PROJECT WORK

TITEL:-SAHRAI

PARER-405-C

NAME- OYE HANSDA

ROLL:- 158

Course ID - 41025

REGISTRATION NO -BKU/07919

UID-1799110011

Govt. General Degree College Ranibandh

GOVERNMENT GENERAL DEGREE GOLLAGE RANIBANDH

NAME :- KALPANA SAREN
ROLL :- 180
UID :- 17991110002
REG NO :-BKU/05090 OF 2017-18
SUB :- BAHA
HONOURS :- SANTALI
COURSE CODE :- AHSNT-405SEC
COURSE TITLE :- PROJECT WORK
COURSE ID :- 41005 — 41025

THE UNIVERSITY OF BURDWAN

Project Report in Environment of studies (ENVS) B.A - 1st Semester

Project Title

পরিবেশ দূষণ

NAME OF THE COLLEGE = RANIBANDH GOVERNMENT GENERL DEGREE COLLEGE

NAME OF THE STUDENT - SHAKUNTALA SAREN

COLLEGE ROLL - 218820

SESSION (MORNING) = HONOURS

DATE OF SUBMISSION - 15/12/21

YEAR - 2021-22

HONOURS SUBJECT - SANTALI HONURS

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLAGE AT RANIBANDH

UNDER
BANKURA UNIVERSITY

Course Title – Project work (Educational Tour)
Course Code – AH/EDN/405/SEC–2B

The Educational Ture Was Conducted And This Reported Was Prepared And Submitted For The Partial Fulfillment Of The Syllabus Of 4th Semester.

By - Renuka Roy

UID :- 21231102016 Reg no - 06852

Session - 2022 - 2023

কৃতজ্ঞতার স্বীকার

আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের রানীবাঁধ জেনারেল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাননীয় মধুসূদন গরাই স্যারকে আমাদের প্রকল্পটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞ জানাই আমার বিভাগীয় প্রধান মাননীয় সুকান্ত বরাট মহাশয় এবং বিভাগীয় শিক্ষক মাননীয় পার্থ প্রতিম দাস চৌধুরী ও মাননীয় সন্তু দাস মহাশয় কে কারণ উনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। প্রকল্পের জন্য সঠিক তথ্য প্রদান, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য, বন্ধু সুলভ আচরণ করে শিক্ষক - ছাত্রের সম্পর্কটি আরো সহজ করে তোলা, প্রকল্প রচনার জন্য সঠিক গাইডেন্স দেওয়া এই সমস্ত কিছুই আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় ছিল। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠিদের যারা প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

ধন্যবাদান্তে

Renuka Roy

F15 · ©San

Govt. General Degree College

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নং	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
1)	ভূমিকা	1
2)	শিক্ষামূলক ভ্রমণ	2
3)	শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য	2
4)	শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্য	3
5)	আমাদের শিক্ষা মূলক ভ্রমণ	3
6)	মুকুটমণিপুর	4
7)	ভ্রমণ বৃত্তান্ত	5
8)	স্থান নির্বাচন	5
9)	যাতায়াতের ভ্রমণ পরিকল্পনা	6
10)	পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	8
11)	আয়ব্যয়ের ও উপসংহার	11

F15 · ©San

Govt. General Engineering College, Ramnagar

শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রচনা

ভূমিকা:

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল থেকে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি।

ছাত্র জীবন হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই সময়ে আমরা নিজেদের চরিত্রকে ইচ্ছেমতন গড়ে তোলার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী চললেও, মানুষ হিসেবে নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ জীবনে এই সময়েই হয়ে থাকে। শিক্ষা জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় কিংবা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা নয়।

ছাত্রজীবনের শিক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনের শিক্ষার এই বহুমুখী চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি হওয়া আবশ্যক। সেই প্রাথমিক জীবন দর্শন এর মাধ্যমে একজন ছাত্রের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের কলেজ থেকেও এই বছর এমনই একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ আয়োজিত হয়েছিল। সেই শিক্ষামূলক ভ্রমণটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই ভ্রমণ থেকে লাভ করা আমাদের শিক্ষামূলক উপলব্ধির ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই উপস্থাপনা,

F15 · ©San

২.১ শিক্ষামূলক ভ্রমণ :

আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দল বেঁধে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আহরনের তাগিদে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। এটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়ে থাকে। আবার সংক্ষেপে এভাবেও বলা যায় শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে ভ্রমণ সেটাকেই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়ে থাকে।

২.২ শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রয়োজন কেন :

ভ্রমণ আমাদের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের একঘেয়েমি দূর করতে সাহায্য করে। আনন্দ দেওয়া এবং একঘেয়েমি দূর করার পাশাপাশি ভ্রমণ আমাদের নানা বিষয়ে শিক্ষাও দিয়ে থাকে। ভ্রমণ অনেক কিছু শিখার রয়েছে। আমরা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস পড়ে অনেক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা অর্জন করি ঠিকই কিন্তু সে জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়। তাইতো পৃথিবী এবং তার ভূখন্ড সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন ভ্রমণ। কারণ পৃথিবী কেবলমাত্র ক্যালেন্ডারের বা বইয়ের পাতার কতগুলি রেখা নয়। এর বাহিরেও বিশাল এক পৃথিবী রয়েছে।

ভূগোল, ইতিহাস এর বাইরেও উন্মুক্ত খোলা বিশাল আকাশের নীচে জীবন্ত প্রকৃতি, দেশ, পাহাড় - পর্বত, সমুদ্র দেখে এবং তার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করে, তাদের জীবনচর্যা সম্পর্কে জেনে আমরা যে জ্ঞান পাই বা জ্ঞান লাভ করি সেটাই হল প্রকৃত জ্ঞান। এর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ এর বিকল্প নেই।

২.৩ শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য

শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভ্রমন বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ রূপে স্বীকৃত পেয়েছে। কারণ কেবলমাত্র ভ্রমনের শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশে, ভৌগলিক পরিচিতি

এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে।
ভ্রমণে শিক্ষার্থীদের পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবতে শিখায়। তারা অবাক হয় পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র্য দেখে। তারা এটা জানতে পারে যে তাদের অনেক কিছু শিখার বাকি রয়েছে।

২.১ শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্য:

আমাদের এই বছরের শিক্ষামূলক ভ্রমণ সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে মানুষ বিশেষত ছাত্রদের জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যাপক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

• একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ একজন ছাত্রের সাথে বিদ্যালয়ের গন্ডির বাইরের পৃথিবীর পরিচিতি ঘটায়। এই পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্বপ্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

• একজন ছাত্রের অর্থ, ভবিষ্যতের পেশা এবং আত্মপ্রতিভামূলক দিকনির্দেশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

• শিক্ষার্থী একটি যথাযথ শিক্ষা সফরে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাপ্রাঙ্গনে পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে কি শেখাতে পারে না। শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে একজন ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি; জলবায়ু; পরিবেশ তথা স্থানীয় মানুষের দৈনিক জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারে। তাই শিক্ষামূলক ভ্রমণ থেকে লব্ধ উপলব্ধি একজন ছাত্রের সমগ্র জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়।

২.২ আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ:

আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের Skill Enhancement Course (SEC) -এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর অন্যতম অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমণ। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে, তাই সব দিক বিচার করে এবং এই বছরের তীব্র দাবদাহের

২.২ মুকুটমনিপুর

এটি একটি আর্দশ হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা যেখানে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধটি মুকুট বা "মুকুট" এর মতো রহস্যময় টিলা দ্বারা বেষ্টিত। দুটি নদীর সংগমে অবস্থিত; এটি সবুজ রঙের মোরজযুক্ত "রাঙামাটি" এর নেকলেস আকৃতির বাঁধের জন্য বিখ্যাত। নীল জলের নির্মল প্রকৃতি এবং দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যে ভরা, মুকুটমনিপুর বাঁধটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঁধ হিসাবে বিবেচিত হয়। ভিড় এবং বানিজ্যিকরণ থেকে দূরে মুকুটমনিপুরের একটি অংশ এখনও উপজাতীয় সাংস্কৃতির গন্ধ বাস করে এবং পর্যটকদের দর্শনীয় দর্শনীয় এটি ফটোগ্রাফির জন্য স্বপ্নের গন্তব্য হিসাবেও বিবেচিত হয়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, 'বাঁকুড়ার রানী' আপনার কন্ঠ সময়সূচী একঘেয়েমি ভাঙার জন্য আপনাকে ছুটির এক নিখুঁত সময় অফার করবে। আপনি যদি ফটোগ্রাফি পছন্দ করেন তবে আপনার জন্য একটি স্বপ্নের গন্তব্য। এটি বাজি যে আপনি দুর্দান্ত ফ্রেমগুলি ক্যাপচার থেকে নিজেকে প্রতিহত করতে পারবেন না।

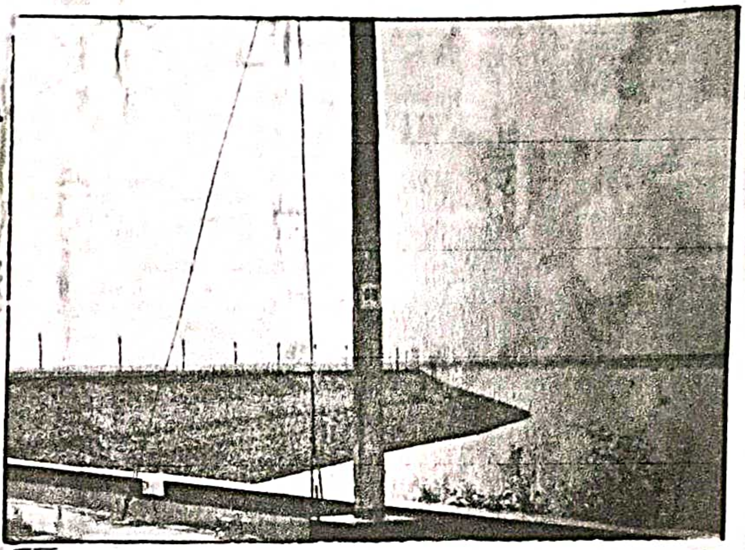

বিষয়ের মাথায় রেখে এই বছর আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক মন্ডলী ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাঁকুড়া জেলায় প্রখ্যাত একটি ভ্রমণ স্থান মুকুটমণিপুর আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

৩) ভ্রমণ বৃত্তান্ত

৩.১) স্থান নির্বাচনের কারণ

"বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশিরবিন্দু।"

মুকুটমণিপুরকে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য নির্বাচন করার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। এইধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য সফরের স্থানটির বহুমুখী গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মুকুটমণি মুকুটমণিপুর একদিকে যেমন ভূ-প্রাকৃতিক দিক থেকেও অনন্য অন্যদিকে এশিয়ার বৃহত্তম মাটির নদীবাঁধ, স্থানীয় মাটির শিল্প ও সংস্কৃতি এই স্থানটিকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাকে চাক্ষুষ করা এবং স্থানীয় এলাকার শিক্ষার সুযোগসুবিধা ও কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা জানার উদ্দেশ্য এই স্থানটি উপযুক্ত ভেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

এছাড়াও এই বছরের তীব্র দাবদাহ পূর্ববর্তী ভ্রমণের পরিকল্পনাকে বাতিল করেছে।

৩.২ যাত্রা পথ এবং ভ্রমণ পরিকল্পনা

আমাদের কলেজের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অনার্স এর ২৮ জন এবং প্রোগ্রামের ৩ জন সহ মোট ২৭ জন ছাত্র মুকুটমনিপুর যাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল। আমাদের সঙ্গে আরো ৩ জন শিক্ষকের যাওয়ার জন্য ট্রেকার ভাড়া করা হয়েছিল। বিগত জুলাই মাসের ১৯ তারিখ রাতে।

২০ জুলাই সকাল ৮-টা নাগাদ আমরা সবাই খাতড়া পাম্প মোড়ে একত্রিত হয়ে মুকুটমনিপুরের উদ্দেশ্য রওনা দিই। মুকুটমনিপুর পৌঁছে প্রথমে আমরা টিফিন করার জন্য হোটেলে যাই তারপর টিফিন সেরে, চিলড্রেন পার্কে উপস্থিত হই, পার্কে ঘোরাঘুরি করে ছবি তোলা সেরে আমরা ডিয়ার পার্কে যাওয়ার জন্য নৌকা করে আমরা সবাই ড্যামের এই প্রান্ত থেকে অপর

ডিয়ার পার্ক অনেকটা দূর তাই ইঞ্জিন ভ্যান ভাড়া করে আমরা ডিয়ার পার্কে যাই। পৌঁছে আমরা হরিণ দেখতে পাই তাকে ঘাস, বিস্কুট খেতে দিই, ছবি তোলা হয়, কিছুক্ষন ঘোরাঘুরির পর আবার আমরা নৌকায় ~~করে~~ ~~আবার জলের এ প্রান্তে~~ সেই জায়গার পাশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাই গিয়ে দেখি ছোট ছোট ভাই বোনেরা নিজের নিজের ক্লাসে বসে ক্লাস করছে।

কিশলয়ে কিছুক্ষন সময় কাটানোর পর। আমরা সবাই মিলে ছবি তো তুলি তারপর সেখানকার শিক্ষক / শিক্ষিকার সাথে কথাবার্তা বলি, সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই ভালো। পরিবেশটা খুবই ভালো। তারপর আমরা আবার সবাই বেরিয়ে গাড়ি ভাড়া করে তালের ঘাটে এসে নৌকা করে

ওই পারে পৌঁছায়। এসে দুপুরে ভাত খাই হোটেলে তারপর কিছুক্ষন বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার সবাই বেরিয়ে গাড়ি ভাড়া করে পরেশনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। পরেশনাথ মন্দির দর্শন করে আমরা মুসাফিরখানায় এসে পৌঁছায় তারপর সেখানে কিছুক্ষন সময় কাটায়, ছবি তোলা হয় তারপর সবশেষে মুসাফিরখানা থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে এসে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনটি সমাপ্ত করি।

৪ মুসাফিরানা ভিউপয়েন্ট
৪.১

আপনি কি কখনও চাঁদকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন? মুসাফিরানায় ভিউ পয়েন্ট থেকে মনোমুগ্ধকর সানরাইজের সাক্ষী হন। জমকালো সবুজ এবং কমল জলের অপার সৌন্দর্য আপনাকে অবশ্যই এখান থেকে শাটারটি ক্লিক করতে বাধ্য করাতে বাধ্য করবে। মাশরুম আকৃতির শেডের নীচে বসে স্বামী / স্ত্রী বা বন্ধু বান্ধবদের সাথে উচুমানের সময় ব্যয় করুন যেখানে থেকে আপনি চোখ জুড়ানো সবুজ রঙের অভিবাদন পাবেন সাথে নীল জল আকাশের

ঐশ্বরিক ছবি দেখতে পাবেন। দিগন্তে জলছবি থেকে পূর্ণ চাঁদ উঠছে এবং জলের উপর ঝলমল করছে দেখুন। শীতল বাতাস, নক্ষত্রের নীচে জলের উপর রৌপ্য চাঁদের আলোর প্রতিচ্ছবি এবং প্রশান্ত পরিবেশ আপনাকে স্বর্গের মতো অনুভব করবে। আপনি অবশ্যই এখান থেকে প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্য পাবেন।

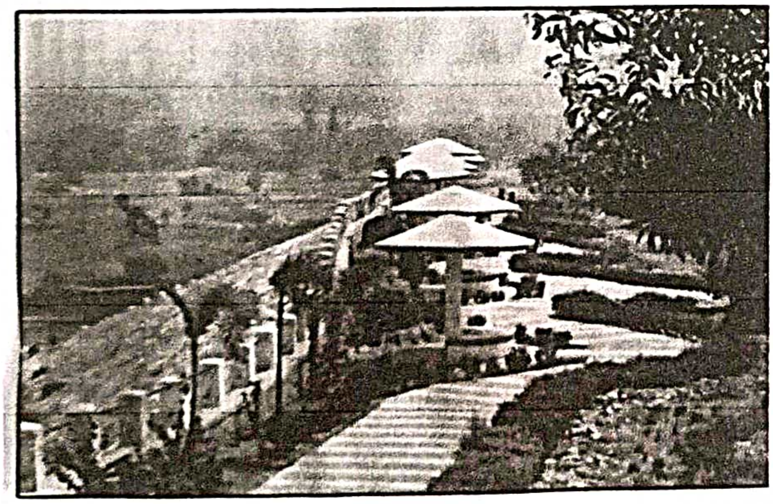

৪.২ পরেশনাথ শিব মন্দির

পরেশনাথ শিব মন্দির মহাদেবের একটি উন্মুক্ত মন্দির আশেপাশে স্থানীয় মানুষের কাছে একটি পবিত্র স্থান। বাঁধটি নির্মাণের সময়, পৃথিবী খনন করে প্রতিমা-টি পাওয়া গিয়েছিল এবং এটি জৈন সংস্কৃতির প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

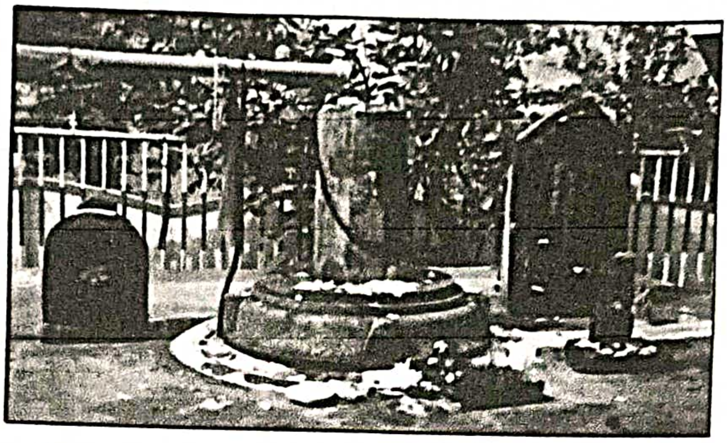

আপনি সেখানে অনেক পাথরের প্রতিমা দেখতে পাবেন এবং লোকেরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে, যে কয়েকটি মূর্তি আছে তার মধ্যে অনেকগুলিই জৈন দেবতাদের। বহু মানুষ এখানে আসেন মহা শিবরাত্রি উৎসব উদযাপন করতে। আপনি এখান থেকে মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্তের সেরা দৃশ্য পাবেন। অস্তমিত হওয়া সূর্য ধীরে ধীরে দিগন্তের নীচে ডুবে যেতে শুরু করে। জ্বলন্ত বলটি যখন অর্ধেক জলে নেমে আসে, বাঁধের মধ্যে এর প্রতিবিম্ব এটি সম্পূর্ণ দেখতে তৈরি করে তোলে এবং একটি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য তৈরি করে। কমলা রঙের সাথে মেঘগুলি জ্বলজ্বল করে এবং পাখিরা কিচিরমিচির শব্দ করে আকাশ জুড়ে বাসায় দিকে উড়ে যায়। একটি মুহূর্ত পান সারা জীবনের জন্য।

৪.৩ ডিয়ার পার্ক

বনপুকুরিয়া ডিয়ার পার্কটি পারিবারিক পরিসরের জন্যও উপযুক্ত জায়গা। আপনি এখানে প্রকৃতির কলতান অনুভব করবেন এবং হরিণ নিশ্চিতভাবে অবাক চোখে আপনাকে স্বাগত জানাতে আসবে। বনপুকুরিয়ার দিকে, এমন একটি রাস্তা রয়েছে যেখানে গাছগুলি রাস্তার উপরে তোরণ তৈরি করে রেখেছে। অদ্ভুত সবুজ

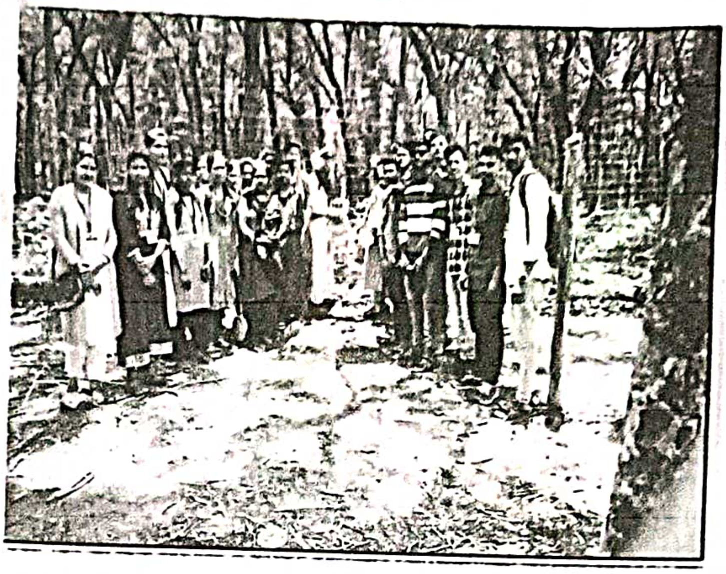

সূর্য-রশ্মি শাখাগুলির ফাঁক দিয়ে আসে এবং রাস্তায় হালকা এবং ছায়ার একটি দুর্দান্ত চিত্র তৈরি করে।

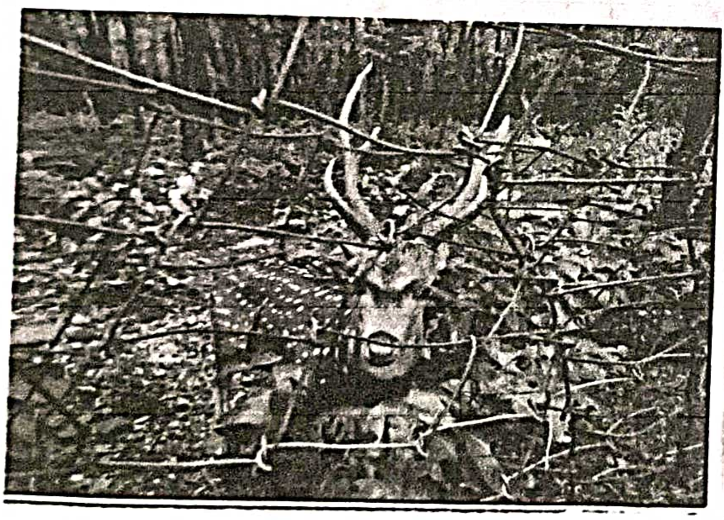

বনপুকুরিয়া গ্রামে একটি পিকনিকের ব্যবস্থা করুন এবং পুরোপুরি উপভোগ করুন। বনপুকুরিয়া গ্রামে ঘুরে দেখুন এবং ~~উপজাতিদের~~ উপজাতিদের ঘরে ঘরে তাদের তৈরী চিত্রগুলি দেখুন।

৫ সারসংক্ষেপ ও উপসংহার

এইভাবে স্থানীয় জীবনে একদিন কাটিয়ে বিকেলে আমরা ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। শিক্ষামূলক ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। মুকুটমণিপুরের অপরূপ সৌন্দর্য, ব্যাপক জীববৈচিত্র্যের খোঁজ এবং বন্ধু ও শিক্ষকদের সাথে এতগুলো দিন একসাথে কাটিয়ে আমাদের মন এক অদ্ভুত পূর্ণতায় ভরে উঠেছিল।

এখানেই আমি জলপথেও ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন ও প্রকৃতির একটি সম্পূর্ণ অন্যরকম দিক এই সফরের ফলে আমাদের কাছে উন্মোচিত হলো। শিক্ষকরা ফেরার পথে আমাদের আশ্বাস দিলেন, সুযোগ পেলে আগামী বছর এরকমই আরেকটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ আমাদের বিভাগ থেকে আয়োজিত হবে।

Exd
31.07.23